যুগান্তর

MAR. 04 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

বিবর্ণ এক ক্যাম্পাসের গল্প...

রুদ্র মাসুদ

ক্যাম্পাস মানে ছাত্রছাত্রীর উচ্ছল উপস্থিতি। মায়ের কোলে শিশুর নিরাপদ আশ্রয়ের মতো জ্ঞান চর্চার অবারিত সুযোগ। সবুজ চত্বরে প্রাণোচ্ছল আড্ডা, নবীন বরণ, র‍্যাগ ডে। ক্যাম্পাস হচ্ছে অধিকার আদায়ের সূতিকাগার, সুশীল সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা আর মেধা বিকাশের সর্বোৎকৃষ্ট ভেনু। সদ্য স্কুল পেরিয়ে আসা ষোড়শীর অনির্বাচিত চোখ। প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে ভালবাসার বীজতলা ইত্যাদি... ইত্যাদি...। কল্পনার সব রং জুয়েল আইচের কালার ব্যাংকের মতোই এগুলো একটি পরিপূর্ণ ক্যাম্পাসের অবয়ব যা একজন শিক্ষার্থীকে দিতে পারে উন্নত ও প্রগতিশীল জীবনবোধের নিশ্চয়তা।

শুরুর কথা

১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় চৌমুহনী কলেজ। জেলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র চৌমুহনীর নামানুসারে কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী বাজারের উত্তরের ৩৬ একর ভূমির ওপর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ এ

চৌমুহনী কলেজ ক্যাম্পাস

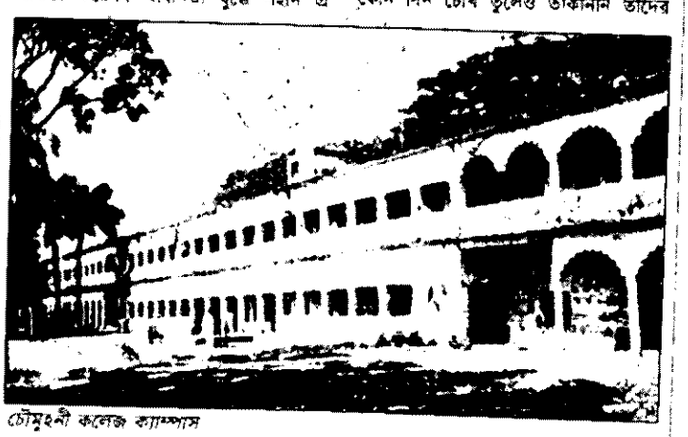

কলেজের ছাত্র সালেহ আহমদের নামানুসারে পরবর্তী সময়ে এর নাম হয় চৌমুহনী সালেহ আহম্মদ (এসএ) কলেজ। ১৯৮৪ সালে তৎকালীন সরকার কলেজটিকে সরকারিকরণ করে। একই সরকার ১৯৮৬ সালে এ কলেজে অনার্স কোর্স চালুর ঘোষণা দেয়। বিশাল ক্যাম্পাস প্রতিদিন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর পদচারণায় মুখরিত থাকত। স্বাধীনতা-পূর্বকালে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিটি আন্দোলনে নোয়াখালীতে নেতৃত্ব দিয়েছে এ কলেজের ছাত্ররা। সংস্কৃতি চর্চা ও খেলাধুলার ক্ষেত্রে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ছিল এতদঅঞ্চলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এক রত্ন গর্ভার হৃদয়ের রক্তক্ষরণ

নোয়াখালীর প্রাচীন এই বিদ্যাপীঠকে রত্ন গর্ভা বললে কমই বলা হবে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচিত জেলার প্রভাবশালী আমলা, রাজনৈতিকদের বেশিরভাগই এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন— ডাকসুর প্রথম নির্বাচিত ভিপি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলক, সাবেক মন্ত্রী আসম আবদুর রব, সাবেক মন্ত্রী বর্তমান নোয়াখালী-৩ আসনের এমপি মাহবুবুর রহমান, সাবেক বিরোধী দলীয় হুইপ বর্তমান নোয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য জয়নুল আবেদীন ফারুক, সাবেক আইজিপি এবং সম্প্রতি বিদায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এসএম শাহজাহান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শরীফউল্যা ভূঁইয়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. এটিএম শরীফ উল্যা, ঢাকার বিদায়ী সিএমএম শৈলেন্দ্র কুমার অধিকারী, যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ কেন্দ্রের (নাসা) কর্মরত ডা. সাহাবুদ্দিন, বিসিকের সাবেক চেয়ারম্যান সিরাজউদ্দিন সিএসপি, সুপ্রিমকোর্টের তুখোড় আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকনসহ আরও অনেকে যাদের নাম লিখে শেষ করা যাবে না। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি রামেন্দু মজুমদার কিছু দিনের জন্য এ কলেজে অধ্যাপনাও করেছিলেন। জাতীয় পর্যায়ে পদচারণা রয়েছে এমন সব প্রাক্তন ছাত্র এ কলেজের থাকলেও তারা ভুলেও কোন দিন চোখ তুলেও তাকাননি তাদের প্রিয় ক্যাম্পাসের দিকে। অনার্স কোর্স ঘোষণার এক যুগ পেরিয়ে গেছে বহু আগে। কিন্তু সে ঘোষণা তিমিরেই রয়ে গেছে এই রত্ন গর্ভার গুণধর সন্তানরা কোন দিন এ নিয়ে মাথাও ঘামাননি।

এক প্রাক্তন ছাত্রের ক্যাম্পাসের স্মৃতিচারণ

বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভাবশালী সদস্য সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন ১৯৮১ সালে এ কলেজ থেকে স্নাতক পাস করেন। ছাত্র রাজনীতিতেও ছিলেন সক্রিয়। জেলা ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম আহ্বায়কও ছিলেন। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাসে যেত, পড়ালেখার ব্যাপারেও ছিল কড়াকড়ি। প্রতিদিন কলেজে যাওয়াটা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছে আকর্ষণীয় ছিল। ক্যাম্পাসের সার্বিক পরিবেশ ছিল উপভোগ্য।

লেখায় উপস্থাপিত তথ্যগুলো এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই ক্যাম্পাসের বর্ণনায় তাদের অনেকের তথ্য সন্নিবেশিত করা যায়নি।